স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত

হ্যানিম্যান হল

মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম
হোমিও প্রতিষ্ঠান

হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ কলিকাতার দরে বিক্রয় হয়। পাইকারী গ্রাহকদের বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয় আমরা যত্নের সহিত ভি. পি. যোগে মফঃস্বলে ঔষধ সরবরাহ করি।

হোমিও পেটেন্ট **"আইওলিন"**
চক্ষু ওঠায় ফল সুনিশ্চিত।

হ্যানিম্যান হল, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ

বিঃ দ্রঃ—কোন ব্রাঞ্চ নাই।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

স্কুল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৫০শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২০শে ফাল্গুন বুধবার ১৩৭০ ইংরাজী 4th Mar. 1964 { ৩৮শ সংখ্যা

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আরাম বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ

অমিয় মেডিক্যাল কোম্পানী, অরঙ্গাবাদ

সুবিধা দরে ঔষধ পাইবার একমাত্র প্রতিষ্ঠান। বিঃ দ্রঃ—জঙ্গিপুর মহকুমার খ্যাতনামা চিকিৎসক ডাঃ শ্রীগৌরীপতি চট্টোপাধ্যায়, এম-বি-বি-এস, ডি-টি-এম (কলিঃ), ডি-জি-ও (ডবলিন), ডি-ও (লণ্ডন) প্রতি বুধবার আমাদের ফার্ম্মেসীতে আসিয়া রোগী দেখিয়া থাকেন। জিয়াগঞ্জ মহিলা হাসপাতালের যাবতীয় ঔষধ পাইবেন।

বিনীত—অমিয়কুমার দাস।

সবচেয়ে সুবিধায় বই কিনতে হ'লে
জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান **ষ্টুডেন্টস্-ফেভারিট**-এ আসুন।

আমাদের বিশেষত্ব ঃ— রঘুনাথগঞ্জ (বাস ষ্ট্যাণ্ড)

* এক সঙ্গে সেট বই সরবরাহ করা
* শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের নানাবিধ সুবিধা দেওয়া
* ছাত্র-ছাত্রীদের উপযুক্ত পাঠ্য ও অর্থপুস্তক নির্ব্বাচনে সহায়তা করা
* আমাদের সততায় সকলের সহানুভূতি লাভ করা।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২০শে ফাল্গুন বুধবার সন ১৩৭০ সাল।

বিরোধী বন্ধুর পুনর্মিলন

—৹—

প্রাকৃতিক দৃষ্টান্ত দিয়া কবি বলেন—

"শত্রুণা নহি সন্দধ্যাৎ
সংশ্লিষ্টেনাপি সন্ধিনা।
সুতপ্তমপি পানীয়ং
শময়ত্যেব পাবকম্॥"

অর্থ—শত্রুর সহিত সন্ধি হইলেও তাহাকে বন্ধু মনে করিবে না। কারণ জল অগ্নিতুল্য উত্তপ্ত হইলেও অগ্নিকে নির্ব্বাণ করে। ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। কিন্তু জল অগ্নি সংযোগে উত্তপ্ত হইলে, জল এবং অগ্নি উভয়েই অন্যকে দগ্ধ করিতে সক্ষম হয়।

বিবদমান দুই বন্ধুর অকস্মাৎ মিলন অন্যের পক্ষে কত সাংঘাতিক হয় তৎসম্বন্ধে একটী গল্প আছে।

এক সময়ে দুই জন গাঁজাখোর এই নেশার জন্য পরস্পর পরস্পরের বন্ধু হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে একজন অন্যের অপেক্ষা সঙ্গতিপন্ন। অভাবে পড়িয়া গরীব বন্ধু গঞ্জিকা সেবনের সময় ধনী বন্ধুর নিকটে কতকগুলি টাকা কর্জ্জ চাহিল। তখন গঞ্জিকা প্রসাদে উভয়ে এক-প্রাণ। ধনী বন্ধু এক হ্যাণ্ডনোট লিখাইয়া লইয়া তাহাকে টাকা ধার দিল। হ্যাণ্ডনোট তামাদি হইতে চলিল তবু টাকা শোধ করিল না দেখিয়া মহাজন বন্ধু নালিশ করিয়া ডিক্রীজারী করতঃ দেনাদার বন্ধুকে 'বডিওয়ারেণ্টে' গ্রেপ্তার করিয়া ৪ ক্রোশ দূরবর্ত্তী আদালতে লইয়া চলিল। রাস্তায় চলিয়াছে মহাজন বন্ধু, দেনাদার বন্ধু আর আদালতের পেয়াদা। মহাজন বন্ধুর সঙ্গে দেনাদার বন্ধুর বাক্যালাপ নাই। মহাজন বন্ধুর কাছে গাঁজার তোড়জোড় সব আছে। রাস্তায় এক বৃক্ষতলে বিশ্রামার্থ তিন জনেই বসিল। মহাজন গাঁজা সাজিয়া মহাদেবকে নিবেদন করিয়া এক দম টানিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধুম উদ্গীরণ করিল। কোন গঞ্জিকা ভক্তকে বঞ্চিত করা শিবের আজ্ঞার বহির্ভূত। কাজেই কলিকাটী মাটিতে রাখিয়া বলিল "কেহ খোর লোক থাকে, তুলে নেবে" দেনাদার তুলিয়া লইয়া প্রসাদ খাইল। বার কত কলিকা আদান প্রদানের পর উভয়ের আবার এক প্রাণ। তখন উভয়ে উভয়ের সহিত দুঃখের কথা কহিতে কহিতে দেনাদার পেয়াদার গালে এক চড় দিয়া বলিল—দোস্তে দোস্তে মামলা, তুই শালা বাইরের লোকের কি! শালা আমাকে বাঁধবার তুই কে? তখন দুই বন্ধুতে মিলিয়া পেয়াদা বেচারীকে উত্তম মধ্যম দিল। জবরদোস্তগণের জবরদস্তীর মিলিত প্রকোপ সময় সময় নিরীহ লোকদের সহিতে হয়।

বসন্ত রোগ

জঙ্গিপুর মহকুমার সহর ও পল্লীগ্রামের বহু স্থানে বসন্ত রোগ দেখা দিয়াছে। পশ্চিম বঙ্গ সরকার এই মহকুমায় একজন হেল্‌থ অফিসার, তাঁর দপ্তরে দুইজন কেরাণী, দুইজন পিয়ন, প্রতি থানায় একজন করিয়া স্যানিটারী ইন্সপেক্টর ও প্রতি ইউনিয়নে একজন করিয়া হেল্‌থ য্যাসিষ্ট্যাণ্ট নিয়োগ করিয়াছেন। ব্যবস্থার ত্রুটি নাই। তবে কর্ম্মীদের কর্ত্তব্যকর্ম্মে অবহেলার জন্য সংক্রামকরোগ ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া পড়ে। জনসাধারণও সহজে বসন্তরোগের প্রতিষেধক টিকা লইতে রাজী হন না। যে সব স্থানের লোক টিকা লন নাই সেই স্থানের শিক্ষিত ব্যক্তিদের ও মোড়ল মাতব্বরদের টিকা না লওয়ার কুফল সাধারণ জনগণকে বুঝিয়ে দেওয়া একান্ত আবশ্যক। সরকারের লোকজনের সঙ্গে সহযোগিতা করিলে কাজের বিশেষ সুবিধা হয়।

জমি বিক্রয়—রঘুনাথগঞ্জ নূতন হাসপাতাল এর উত্তরে সাত বিঘা জমি সমস্তটা অথবা কাঠা হিসাবে বিক্রয় হইবে। শ্রীদিগম্বর চট্টোপাধ্যায়,
রঘুনাথগঞ্জ।

ব্রাহ্মণ

—৹—

কি ছিলে কি হ'লে তুমি
ভেবে দেখ আপন মনে!
অধঃপতন তোমার মতন
হয়নি কারো ত্রিভুবনে!

স্বয়ং বিষ্ণু যাহার পদ
ভক্তি ক'রে বক্ষে ধরে।
সেই কুলেতে জন্ম তোমার
বলতে ভারি লজ্জা করে।

অগস্ত্যে কি আছে মনে
জান কিহে দধীচিরে।
বোধ হয় তাদের নাইকো মনে
পেয়ে লুচি, দধি, চিড়ে।

বৃত্তি তোমার ছিল আগে
যজন যাজন অধ্যাপনা।
স্ববৃত্তি নাই শ্ববৃত্তি তায়
তার উপরে চৌর্য্যপনা।

ব্রাহ্মণত্ব নাইকো মোটে
বামণেমিটা আছে খুবি।
নিজের পেটে গলদ ভরা
লোককে বল ছুবি ছুবি।

একটুকু ভয় নাইহে তোমার
অন্য লোকের সর্ব্বনাশে।
ভোজন-বিধি ঠিক রেখেছ
গণ্ডুষে ও পঞ্চগ্রাসে।

সাফাই হাতে হার মেনে যায়,
পকেট-কাটা ডাকাত চোরে।
খাদ্যদ্রব্য নিবেদনে
পৈতে সহ আঙ্গুল ঘোরে।

পরের অর্থ পেলে হাতে
তাড়াতাড়ি লুকাও আগে।
পৈতে কিন্তু কর্ণে দিয়ে
ধর্ম্ম রাখ মূত্রত্যাগে।

রাগের বশে যা' তা' বলে
মুখখানিকে খিস্তি কর।
সেই মুখে 'ওঁ বিষ্ণু' ব'লে
কেমন ক'রে মন্ত্র পড় ?

আবগারীতে চণ্ডু, চরস,
মদ্য, তাড়ি সবই চলে।
'গঙ্গেচ যমুনে চৈব'
চাই না বুঝি শুঁড়ির জলে।

শূদ্র অতি ক্ষুদ্র জাতি
দেখ তাকে তুচ্ছ ভাবে।
শূদ্র জাতির দান গ্রহণে
বল তোমার ধর্ম্ম যাবে।

জুলুম ক'রে আদায় কর
করে তারা ত্রাহি ত্রাহি।
ধর্ম্ম তোমার কোথায় তখন
হে অশূদ্র প্রতিগ্রাহী!
তখন তো কই মানোনাকো
হাড়ী মুচি বাগ্দী ধোবা।
মন্ত্র প'ড়ে নেও কি তাতে
"অপবিত্র পবিত্রোবা" ?

দেব মন্দিরেও চাহ তুমি
বলির আগে পাঁঠার মুড়ি।
দেবস্থানে ধর্ম্ম তোমার
ভোগের আগে প্রসাদ চুরি।

ছেলের বিয়ে দিতে তুমি
ঠিক রেখেছ ধর্ম্মটিকে।
পণের টাকা আদায় ক'রে
পথে বসাও বৈবাহিকে।

তার উপরে শাসাও তাকে
অল্প দামের তত্ত্ব পেলে।
নিজে সাফাই থেকে বল
বিয়ে আবার করছে ছেলে।

নবমীতে লাউ খেলে কে
শুনে তাহার নিন্দা গাহ!
গরু খাওয়ার অপরাধে
এক ঘ'রে তায় করতে চাহ।

সয়তানীকে হৃদয় মাঝে
যত্ন ক'রে রাখছো পুষি।
লোক দেখিয়ে সন্ধ্যা কর
ঠন্‌ঠনিয়ে কোশাকুশি!

ভাবছো তুমি ত'রে যাবে
পৈতা ফোঁটা টিকির জোরে।
রেকর্ড খুলে চিত্রগুপ্ত
গুপ্ত দিবে ব্যক্ত ক'রে।

ভুবন পূজ্য ছিলে যেমন
তেমনি আবার হওহে তুমি।
তোমার পুণ্যে ধন্য হউক
আবার মোদের ভারত-ভূমি।

পাকা বাড়ী বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ নীলরতন কলোনীতে গৃহস্থ-পল্লী মধ্যে ছয়খানি ঘর, ইন্দারা ও স্যানিটারী পায়খানা এবং ১২ কাঠা পুকুর বিক্রয় হইবে। মথুরাপুর মাঠে সাড়ে নয় বিঘা ধানের জমি বিক্রয় হইবে। নিম্নে অনুসন্ধান করুন। শ্রীরঘুনাথ পাল, রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসীতলা মুদিখানার দোকান ও পণ্ডিত-প্রেস,—রঘুনাথগঞ্জ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্রের মালিকানা ও অন্যান্য বিষয়ের বিবরণ।

৪নং ফরম (রুল ৮ দ্রষ্টব্য)

১। যে স্থান হইতে প্রকাশিত হয়—"জঙ্গিপুর সংবাদ' কার্য্যালয়, পণ্ডিত-প্রেস, চাউলপটী, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ (পঃ বঙ্গ)

২। প্রকাশের সময়-ব্যবধান—সাপ্তাহিক

৩, ৪, ৫। মুদ্রাকর, প্রকাশক ও সম্পাদকের নাম—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত
জাতি—ভারতীয় নাগরিক
বাসস্থান—চাউলপটী, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ
জেলা মুর্শিদাবাদ (পঃ বঙ্গ)

৬। এই সংবাদ-পত্রের স্বত্বাধিকারী অথবা যে সকল অংশীদার মূলধনের এক শতাংশের অধিক অংশের অধিকারী তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা—
স্বত্বাধিকারী—শ্রীশরৎচন্দ্র পণ্ডিত,
পণ্ডিত-প্রেস, চাউলপটী, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ
জেলা মুর্শিদাবাদ (পঃ বঙ্গ)

আমি, শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উপরোক্ত বিবরণসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

তারিখ
রঘুনাথগঞ্জ,
৪ঠা মার্চ্চ, ১৯৬৪

স্বাঃ—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত,
প্রকাশক।

নোটিশ

মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত খড়গ্রাম থানার অধীন হরিপুর পচুই মদের দোকান ১৯৬৪—৬৫ সালের জন্য বন্দোবস্ত করা হইবে। তজ্জন্য পঁচাত্তর নয়া পয়সা মূল্যের কোর্ট-ফি সহ দরখাস্তকারীর নাম, পিতার নাম, বর্ত্তমান ও স্থায়ী বাসস্থান, বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, আর্থিক সঙ্গতি, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি উল্লেখ করিতে হইবে।

ইংরাজী ১৪ই মার্চ্চ, ১৯৬৪ তারিখ পর্য্যন্ত দরখাস্ত বহরমপুর জিলা আবগারী অফিসে গ্রহণ করা হইবে।

স্বাঃ এস, কে, বন্দ্যোপাধ্যায়,
কলেক্টর পক্ষে অন্তঃশুল্কাধ্যক্ষ মুর্শিদাবাদ

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ,
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

শীতে ব্যবহারোপযোগী

মৃতসঞ্জীবনী সুধা, মহাদ্রাক্ষারিষ্ট চ্যবনপ্রাশ

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—শ্রীননীগোপাল সেন, কবিরাজ

অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং *বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি* ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস	সেলস অফিস ও শোরুম
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-১	৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলি:	ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

★আই, সি, আই পেইন্ট

★মেদিনীপুরের ভাল মাদুর

★যাবতীয় ঘানি, হলার ও ধান কলের পার্টস

★ইমারতের যাবতীয় সরঞ্জাম

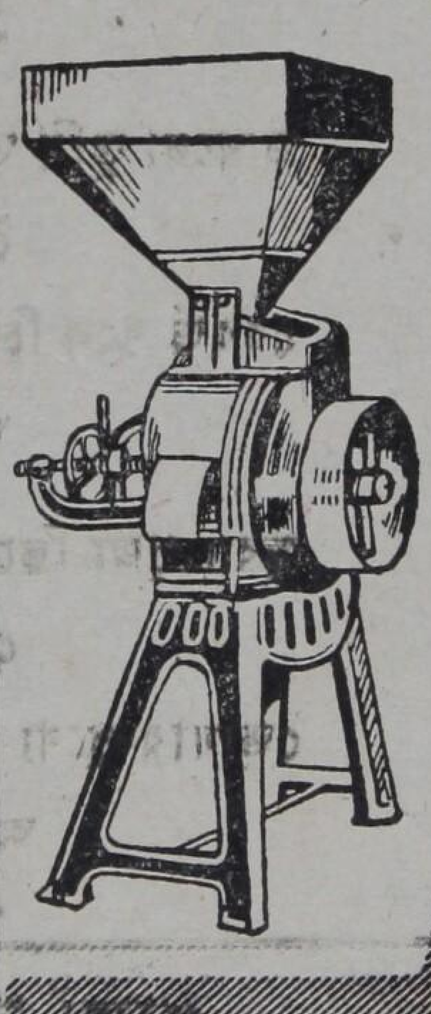
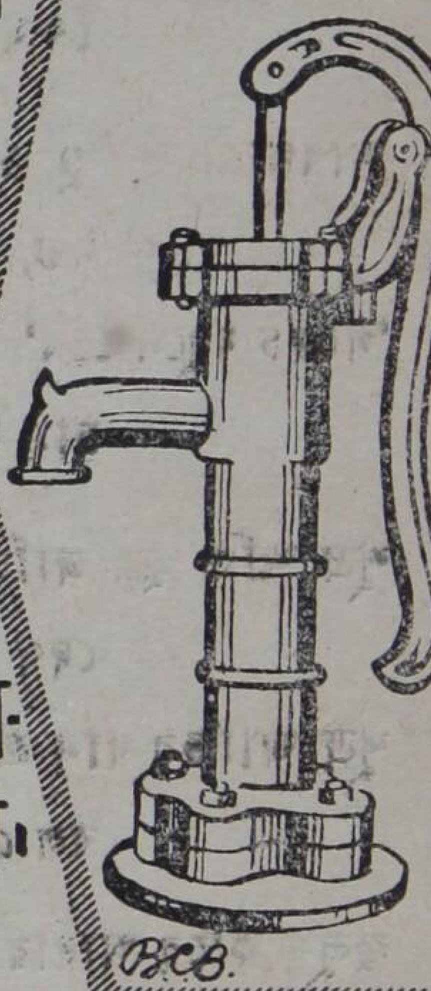

বিক্রেতা:—

কুণ্ডু হার্ডওয়ার ষ্টোর

খাগড়া মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য ২·২৫ নঃ পঃ অগ্রিম দেয়, নগদ মূল্য ৬ নঃ পঃ।

বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবার প্রতি লাইন ৫০ নঃ পঃ। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন। ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।